আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৮

অত্যাচারের শেষ

অনুসূচিত জাতি-উপজাতি অত্যাচার নিবারণ আইন - ১৯৮৯

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

অত্যাচারের শেষ

অনুসূচিত জাতি-উপজাতি অত্যাচার নিবারণ আইন - ১৯৮৯

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৮

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

সত্যমেব জয়তে

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ATTYACHARER SESH : This book is based on legal awareness for the neoliterates on scheduled castes and scheduled tribes prevention of Atrocities Act 1989. This book is prepared by National Literacy Mission Authority and Department of Justice, Govt. of India, New Delhi. This book is translated and published by State Resource Centre Assam, 1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road, Ambari, Guwahati-781001 (Assam)

March 2016 (1000)

মূল পুথি : অত্যাচার কা অন্ত

পুথি প্রস্তুতি : শ্রীস্বপন চন্দ্র পাল, শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত,
কর্মশালায় অংশগ্রহণ কারীসকল শ্রীরণবীর সরকার ও শ্রীমতী মানসী সাহা

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৬ (১০০০)

প্রকাশক : রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম, মাণ্ডবী এপার্টমেণ্টছ, জি এন বি রোড, আমবারী, গুয়াহাটী-৭৮১ ০০১

সম্পাদনা : অনুরাধা বরুয়া, প্রসন্ন কুমার কলিতা

মুদ্রক : শরাইঘাট অফছেট প্রেছ
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটী-২১

কৃতজ্ঞতা

সাক্ষর ভারত কর্মসূচি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল। দেশের ৪১০ টি জেলা, যেখানে মহিলা সাক্ষরতার হার খুবই কম সেই জেলাগুলোকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। সাক্ষর ভারত কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রামীণ এলাকার মহিলারা, তপশিলি জাতি / উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ। এই কর্মসূচিতে প্রাথমিক সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সমতুল্যতার কর্মসূচি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষার সংযোজন করা হয়েছে।

সাক্ষরতার সুবিধা ভোগীদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আন্তঃব্যক্তিক প্রচার অভিযান কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে যে বিষয়গুলি আছে তাদের মধ্যে আইনি সাক্ষরতা একটি অন্যতম বিষয়।

আইনি বিষয়ের তথ্য সহজভাবে জনগণকে জানানোর জন্য আইনি সাক্ষরতা বিষয়ক উপকরণ শৃঙ্খলা তৈরী করা হয়েছে। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয় ভারত সরকার এবং রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র অসম দ্বারা আয়োজিত কর্মশালায় রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র ত্রিপুরা ও অসমের লেখক-লেখিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ তথা জাতীয় সাক্ষরতা মিশন ও বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তার মাধ্যমে এই উপাদানগুলি তৈরী হয়েছে।

আইনি সাক্ষরতার উপাদানগুলি তৈরীতে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং এক্সেস টু জাষ্টিস (নর্থ ইষ্ট এণ্ড জম্মু কাশ্মীর) দলের দ্বারা কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এই উপাদানগুলির অনুমোদন দিয়েছে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষসকল সহায়ক সংস্থা / বিভাগগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। আশা করা হচ্ছে যে, এই উপাদানগুলির আইনি সাক্ষরতার বিষয়ে জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উপযোগী হবে।

জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রনালয়, নতুন দিল্লি

আমাদের বক্তব্য

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম এই পুস্তিকাসমগ্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। গুয়াহাটীতে অনুষ্ঠিত লেখা প্রস্তুতি কর্মশালায় এই পুস্তিকাসমগ্রের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। অনুদিত পুস্তিকাটি অসম রাজ্যিক আইন সেবা প্রাধিকরণ দ্বারা অনুমোদিত। এই সুযোগে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা প্রতিজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হল। আশা করি পাঠক পুস্তিকাটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

সমীরণ ব্রহ্ম
সঞ্চালক
রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

ASSAM STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

1ST FLOOR, GAUHATI HIGH COURT, OLD BLOCK
GUWAHATI - 781001, ASSAM
PHONE : 0361 - 2514367, FAX : 0361 - 2601843

অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী

গুৱাহাটী - ৭৮১০০১

No. ASLSA-38/2014/71

Dated: Guwahati the 03rd May'2016

To
The Director,
State Resource Centre - Assam,
1- CD, Mandovi Apartments,
GNB Road, Ambari, Guwahati-781001
(Assam)

Sub: VETTING OF IEC MATERIALS ON LEGAL LITERACY COMPONENTS.

Ref.: Your letter no. SRC/170/97/654-56 dated 21.03.2016.

Dear Sir,

In inviting a reference to the subject as cited above, undersigned has the honor to state that the vetting of the IEC materials on legal literacy components in Bengali Language have been completed and are being returned herewith after minor modifications in sentence/word structuring and are shown in ink/pencil markings.

With best regards

Yours faithfully

(Mridul Kr. Saikia)
Member Secretary i/c
Assam State Legal Services Authority

Encl:
As stated above.

অত্যাচারের শেষ

রামু নামে এক গরীব কৃষক ছিল। সে ছিল তপশিলি জাতি ভুক্ত। বড় রাস্তার পাশে নদীর কিনারে তার দুই একর জমি ছিল। রামুর জমির পাশেই গায়ের মহাজনের জমি ছিল। এই জমি রামুর জমির পেছনের দিকে ছিল। রামুর সীতার সাথে বিয়ে হয়েছিল। তাদের অমল নামে একটি ছেলে ও কিরণ নামে মেয়ে ছিল। সকলে মিলে জমির একপাশে তৈরী মাটির বাড়ীতে থাকতো।

মেয়ে কিরণের বিয়ের জন্য রামুর কিছু টাকার দরকার ছিল। সে গ্রামের মহাজন ধনীরামের কাছে যায় এবং

ধনীরামের কাছে টাকা ধার (হাওলাত) চায়। ধনীরাম সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। সে চাইত যেভাবেই হোক রামুর জমিটা কেড়ে নিতে। তাহলে তার জমিটা একদম রাস্তার পাশে এসে পড়বে।

ধনীরাম কিন্তু এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ধনীরাম রামুকে বলল যে আমি তোমাকে টাকা দিয়ে দেব। কিন্তু তার জন্য কাগজ পত্র লেখালেখি সব সরকারী অফিসে গিয়ে করতে হবে। আগামী মাসে কিরণের বিয়ে হওয়ার কথা। টাকা পয়সার খুব দরকার ছিল। রামু লেখা পড়া জানত না। সে ধনীরামের কথার উপর বিশ্বাস করল।

ধনীরাম রামুকে সরকারী অফিসেই টাকা পয়সা দিয়ে দেয়। আর প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রে লেখালেখি করে রামুর আঙ্গুলের ছাপও নিয়ে নেয়।

রামু এক কৃষকের সাথে কিরণের বিয়ে দিয়ে দেয়। সেই বছর ক্ষেতে গমের খুব ভাল ফসল হয়। সে বাজারে গিয়ে গম বিক্রি করে। গম ভাল দামেই বিক্রি হয়। রামু তার ভাই সামুর সাথে গিয়ে ধনীরামের সুদ আসল সব টাকা ফেরত দেয়।

রামু ধনীরামের কাছে কাগজ পত্র ফেরত চাইলো। ধনীরাম রামুর কথার গুরুত্ব না দিয়ে বলল যে ঠিক আছে কাগজ পত্রগুলি খুঁজে বের করে দেবে। রামু আর সামু সাদামাটা অশিক্ষিত কৃষক। তারা ধনীরামের কথা মেনে নিল।

কিছু দিন পরে বর্ষা ঋতু শুরু হবে। রামু নিজের ক্ষেতে হাল চাষ করতে গেল। তাকে বীজ লাগানোর জন্য জমিটা তৈরী করতে হবে।

জমিতে তখন ধনীরামের লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তারা রামুকে জমি থেকে তাড়িয়ে দিল। তারা ধনীরামের ট্রাকটারের সাহায্যে বীজ লাগতে লাগল। রামু ধনীরামের কাছে গেল।

সে ধনীরামকে বলল আমি তোমার সমস্ত টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তুমি আমার কাগজ পত্র ফেরত দাওনি।

তাহলে আমার জমিতে তোমার লোকজন কিভাবে আসে? ট্রাকটারের সাহায্যে বীজ কেন লাগাচ্ছে?

ধনীরাম রেগে বলল - রামু তুমি তোমার জমিটা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছ। এখন তুমি এই জমিটার মালিক না। জমিটার মধ্যে যদি পা রেখেছো তাহলে তোমাকে প্রাণে শেষ করে দেব।

ধনীরামের কথা শুনে রামু ভয় পেয়ে গেল। সে কাঁদতে লাগলো। ধনীরামের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইতে লাগলো।

হাত জোড় করে রামু বলল-আমি তোমার কাছ থেকে যতটাকা ধার নিয়েছি ফসল বিক্রির পর সব টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তুমি আমাকে কাগজ পত্র ফেরত দাওনি। তুমি নানা তাল বাহানা করছো। তুমি বেইমানী করো না।

ধনীরাম বলল— তুই কি আমার সাথে ঝগড়া করবি? আরে কে আছ একে ধাক্কা মেরে বাড়ির বাইরে বের করে দাও। এরপর রামুর সাথে গ্রামেরই দাসবাবুর দেখা হয়। তিনি রামুকে কাঁদতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে, কাঁদছো কেন?

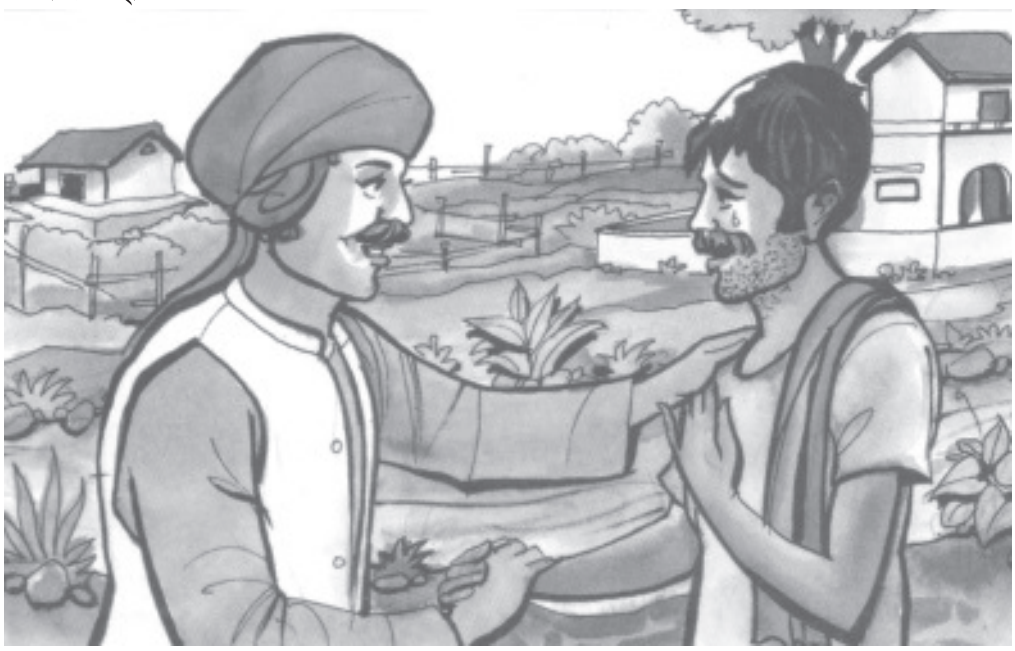

রামু কাঁদতে কাঁদতে দাসবাবুকে সমস্ত ঘটনা বলল। দাসবাবু রামুকে সাহস দিলেন। বললেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই মনে সাহস রাখ। সরকার তোমাদের মত তপশিলি জাতি, উপজাতি লোকদের বিশেষ সুবিধা আর অধিকার দিয়েছে। বিশেষ আদালতের মাধ্যমে তোমার জমি তুমি পেয়ে যাবে। আর ধনীরামকে জেলের হাওয়া খেতে হবে। দাসবাবু রামুকে নিয়ে থানায় যান। রামু থানায় দারোগা বাবুকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। দারোগা বাবু বলল-কোন ব্যক্তির দ্বারা তপশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত কোন ব্যক্তিকে তার জমি থেকে বেদখল করা অপরাধ, মিথ্যা কাগজপত্র বানানো আইনি অপরাধ। এই অপরাধের কঠোর শাস্তি বা জেলও হতে পারে। তুমি একটা অভিযোগ (রিপোর্ট) লিখে যাও। ধনীরামের সেজন্য শাস্তি অবশ্যই হবে।

বিশেষ আদালতে তোমার মামলা চলবে। মামলার খরচা আর উকিলের ফিস তোমাকে দিতে হবে না। ভারত সরকার তপশিলি জাতি, উপজাতি ভুক্ত লোকদের এই সুবিধা দিয়েছে। এই সব লোকেরা সমাজে সম্মানের সাথে যেন বাঁচতে পারে। তুমি তোমার জমিটা ফেরত পাবে।

দারোগা বাবুর কথা শুনে রামুর মনে শান্তি এল।
দারোগা বাবু (রিপোর্ট) অভিযোগ লিখে নিল।
ধনীরামকে গ্রেপ্তার করে বিশেষ আদালতে আনা হল।
সেখান থেকে তাকে জেলে পাঠানো হল।
রামুকে তার জমির সমস্ত কাগজ পত্র ফেরত দিল।
রামু তার জমিতে ফসল ফলাল। রামুর পরিবার নিজের ক্ষেতের ফসল দেখে খুব খুশি হয়।
দারোগা বাবু রামুর খোঁজ খবর নেয়।

তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি অত্যাচার নিবারণ আইন - ১৯৮৯

তপশিলি জাতি, উপজাতি ভুক্ত লোকদের সমাজে অন্যান্যদের মত সমান অধিকার পাওয়া দরকার।

এই সমস্ত লোকদের উপর ঘটিত অত্যাচার বা অপরাধ ঠেকানো আদালতের কর্তব্য। এর জন্য সরকার বিভিন্ন আইন তৈরী করেছে।

তপশিলি জাতি / উপজাতি সদস্যদের তালিকা।

সরকার আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা জাতির বিকাশের জন্য এক বিশেষ তালিকা তৈরী করেছে। এই তালিকা ভুক্ত লোকদের তপশিলি জাতি / উপজাতির সদস্য মানা হয়। এই তালিকাটি ভারতের সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছে।

(প্রত্যেক রাজ্য সরকার নিজের রাজ্যের জনসংখ্যার হিসাব অনুযায়ী জাতি তথা জনজাতির তালিকা বানায়)

অত্যাচার কি রূপ

তপশিলি জাতি / উপজাতি উপজাতিভুক্ত সদস্য নয় এমন

ব্যক্তি যদি তপশিলি জাতি / উপজাতিভুক্ত সদস্যদের প্রতি

* তাকে অপমানজনক জাতিসূচক শব্দ বলা।
* তাকে খাওয়ার উপযুক্ত নয় বা ক্ষতিকারক কোন বস্তু খাওয়ার জন্য জোর করা।
* তার বাড়িতে বা ঘরে আবর্জনা, মৃতপশুপাখি, মলমূত্র আর নোংরা জিনিষ ফেলা।
* তার চেহারা বা শরীরে রঙ মাখিয়ে গ্রামে ঘোরানো বা ওর সম্মানে আঘাত হানা।
* তার জমি জোর করে দখল নিয়ে চাষ-বাস করা।
* তার কাছে থেকে জোর করে শ্রম আদায় করা বা ক্রীতদাসে পরিণত করা।
* তাকে ভোটদানে বাধা দেওয়া, বা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলের পক্ষে ভোটাদান করা।
* তার উপর মিথ্যা দোষারোপ করা বা মিথ্যা মামলা করা।
* কোন সরকারী কর্মচারীকে মিথ্যা খবর দিয়ে তাকে হয়রানি করা।

* কোন মহিলার শ্লীলতা হানি করা, তার উপর বল প্রয়োগ করা, যৌন হয়রানি করা।
* সর্বজন ব্যবহৃত কোন পাম্প, কল, কূয়া, পুকুর বা নদীর জল ব্যবহারে বাধা দেওয়া।
* তার ব্যবহার করা কোন জায়গাকে নোংরা করে দেওয়া।
* তাকে তার বসবাসকারী গ্রাম, বাড়িঘর বা থাকার জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য করা।

শাস্তি

উপরে উল্লিখিত অত্যাচারগুলি করলে অপরাধকারী ব্যক্তিকে কম করে ছয় মাস আর অধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল আর জরিমানাও করা হয়।

অত্যাচারের রিপোর্ট কোথায় এবং কাকে লিখবেন -

যদি কোন তপশিলি জাতি/উপজাতির লোকেদের বিরুদ্ধে কোন অত্যাচার হচ্ছে তাহলে তারা —

* পুলিশ থানায় মৌখিক রিপোর্ট করতে পারে। এই রিপোর্ট পুলিশ অফিসার / দারোগাবাবু লিখবেন ও

পড়ে শোনাবেন।

* রিপোর্ট লিখেও থানায় জমা দেওয়া যায়।
* দারোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গে এই রিপোর্টটি খাতায় নথিভুক্ত করবেন।
* পুলিশ লিপিবদ্ধ রিপোর্টের এক কপি অত্যাচারিত লোককে বিনা খরচে দেবে।
* পুলিশের কাছে অভিযোগ পত্রটি ডাকযোগেও পাঠানো যায়। পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরে ঘটনার তদন্ত করবে আর সুযোগ বুঝে সেই জায়গায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে।
* তিনি পীড়িত ব্যক্তি বা তার পরিবারে বা তার উপর আশ্রিত লোকদের একটি তালিকা বানাবে।
* ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি বা লোকসানের পরিমাণের বিস্তৃত রিপোর্ট বানাবে।
* প্রয়োজন মত পুলিশ মজুত রাখা।
* পীড়িত লোকদের পক্ষে সাক্ষী যারা দেবে তাদের

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

* পীড়িতদের তৎক্ষণাৎ সাহায্য প্রদান করা।

* অপরাধীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেপ্তার করা।

পীড়িতের সহায়তা

নিম্নলিখিতভাবে পীড়িত লোকদের সহায়তা করা যায়

১। নগদ অর্থ বা বস্তু সামগ্রী।

২। চাষবাসের জমি বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে।

৩। পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করা।

৪। আশ্রিত বা তার নিকট আত্মীয়ের একজনের রোজগারের ব্যবস্থা করা।

৫। বিধবা, মৃতের আশ্রিত ছেলে, বিকলাঙ্গ বা অত্যাচারে পীড়িত বৃদ্ধ / বৃদ্ধাদের ভাতার ব্যবস্থা করা।

৬। পীড়িত ব্যক্তির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

৭। পীড়িত ব্যক্তির আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা দৃঢ় করা।

৮। পীড়িত ব্যক্তির বাড়ি বানানোর জন্য ইট পাথর এবং জমির ব্যবস্থা করা।

৯। পীড়িত ব্যক্তির স্বাস্থ্য, বাসস্থান অতি আবশ্যকীয় জিনিষ পত্রের ব্যবস্থা করা, বিদ্যুৎ, জল, শ্মশান ঘাটের সুবিধা দেওয়া, তার প্রয়োজনীয়তা মেটানো, তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য রাস্তা বানিয়ে দেওয়া, তার উচিত রক্ষণা-বেক্ষণ করা।

আইন অনুযায়ী সরকারের কর্তব্য -

১। পীড়িত ব্যক্তির সব রকম সুবিধা দেওয়া যেখানে আইনি সহায়তা থাকে।

২। সাক্ষী বা পীড়িত ব্যক্তির আসা যাওয়া, ভরণ পোষণের ব্যয় ভার সরকার বহন করবে।

৩। পীড়িত ব্যক্তির আর্থিক ও সামাজিক সম্মান পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা।

৪। পর্যবেক্ষণের সমিতি গঠন করা। সময়ানুসারে অপরাধী বা আইন কানুন সম্পর্কে পরামর্শ দেবে এবং পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করবে।

৫। তপশিলি জাতি / উপজাতি ভুক্ত সম্প্রদায়ের উপর যাতে অত্যাচার না হয় এর সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

গুরুতর অপরাধ এবং এর শাস্তি

১। অপরাধ - মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া যাতে তপশিলি জাতি / উপজাতি ভুক্ত লোকেদের মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।

সাজা-অপরাধীর সারা জীবনের জেল ও জরিমানা দিতে হবে।

২। অপরাধ- মিথ্যা সাক্ষী বা প্রমাণ দেওয়া, যার জন্য সাত বছরেরও বেশী সময় শাস্তি হতে পারে।

সাজা - ছয় মাস থেকে ৭ বছরের বেশী শাস্তি আর আর্থিক জরিমানাও হবে।

৩। অপরাধ বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারে সম্পত্তি ক্ষতি করা।

সাজা - ছয়মাস থেকে সাত বৎসরের জেল বা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে।

৪। অপরাধ- মন্দির, বাড়ি বা সম্পত্তি রাখার জায়গায় আগুন লাগানো বা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে নষ্ট করা।

সাজা- আজীবন কারাবাস বা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে।

৫। অপরাধ- কোন অপরাধীর প্রমাণ লোপাট যাতে অপরাধী মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

সাজা- ঐ অপরাধের মাত্রা অনুসারে শাস্তি হবে।

৬। অপরাধ- সরকারী কর্মচারী যদি তপশিলি জাতি/উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের সাথে কোন অপরাধ করে।

সাজা- এক বছর পর্যন্ত জেল বা তার বেশীও হতে পারে।

৭। অপরাধ- সরকারী কর্মচারী যদি তপশিলি জাতি/উপজাতিদের প্রতি নিজস্ব কর্তব্য পালন না করে।

সাজা- ছয়মাস থেকে এক বছরের জেল হতে পারে।

৮। অপরাধ- দ্বিতীয় বার অপরাধ করলে।

সাজা- কমপক্ষে এক বৎসরের জেল বা এই অপরাধের জন্য আইনে দেওয়া নির্ধারিত সময় পর্যন্ত শাস্তি পেতে হবে।

মামলা কোথায় চলবে, রিপোর্ট কিভাবে করবেন

বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তপশিলি জাতি/উপজাতি কল্যাণ বিভাগ

এবং তপশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত লোকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরকার বিশেষ পুলিশ থানার ব্যবস্থা করেছে। যেখানে এই সমস্ত অত্যাচারের অনুযোগ লেখা হয়। আর যাচাই করা হয়। পুলিশ সেই অনুযোগটি লিখে বিশেষ আদালতে পাঠায়। সেখানে মামলার শুনানি হয়।

বিশেষ আদালতে পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে সরকার থেকে বিনা খরচায় মামলা লড়ার জন্য বিশেষ উকিলের ব্যবস্থা করে।

আদালত কি আদেশ দিতে পারে-

কোন অপরাধে সম্পত্তির ক্ষতি হলে সেই সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আদেশ দিতে পারে।

পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী কোন ব্যক্তির কোন নির্দিষ্ট স্থানে থাকার জন্য কোন অপরাধ সংঘটিত হতে পারে বা এধরণের সম্ভবনা থাকলে আদালত তাকে ঐ স্থানে না যাওয়ার জন্য বলতে পারে (বা বাধা দিতে পারে)।

প্রকাশিত বইগুলি

১। চোখ খোলে গেল (ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য)

২। নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন (তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫)

৩। রমার পাঠশালা (শিক্ষার অধিকার অধিনিয়ম ২০০৯)

৪। গরিমার প্রশ্ন (যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আইন ২০১৩)

৫। যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ (পণ বিরোধী আইন ১৯৬১)

৬। আশার আলো
(পারিবারিক সহিংসতার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫)

৭। এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে (খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩)

৮। অত্যাচারের শেষে (উপজাতি - জাতি অত্যাচার নিবারণ নিয়ম ১৯৮৯)

৯। রমেশ ন্যায় পেয়েছে (বিনামূল্যে আইনি সহায়তা)

১০। আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য
(বন অধিকারের মান্যতা আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮)

১১। ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

Saakshar Bharat

STATE RESOURCE CENTRE ASSAM
1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road
Ambari, Guwahati-781001
E-mail-srcassam@hotmail.com
Website : www.srcguwahati.in